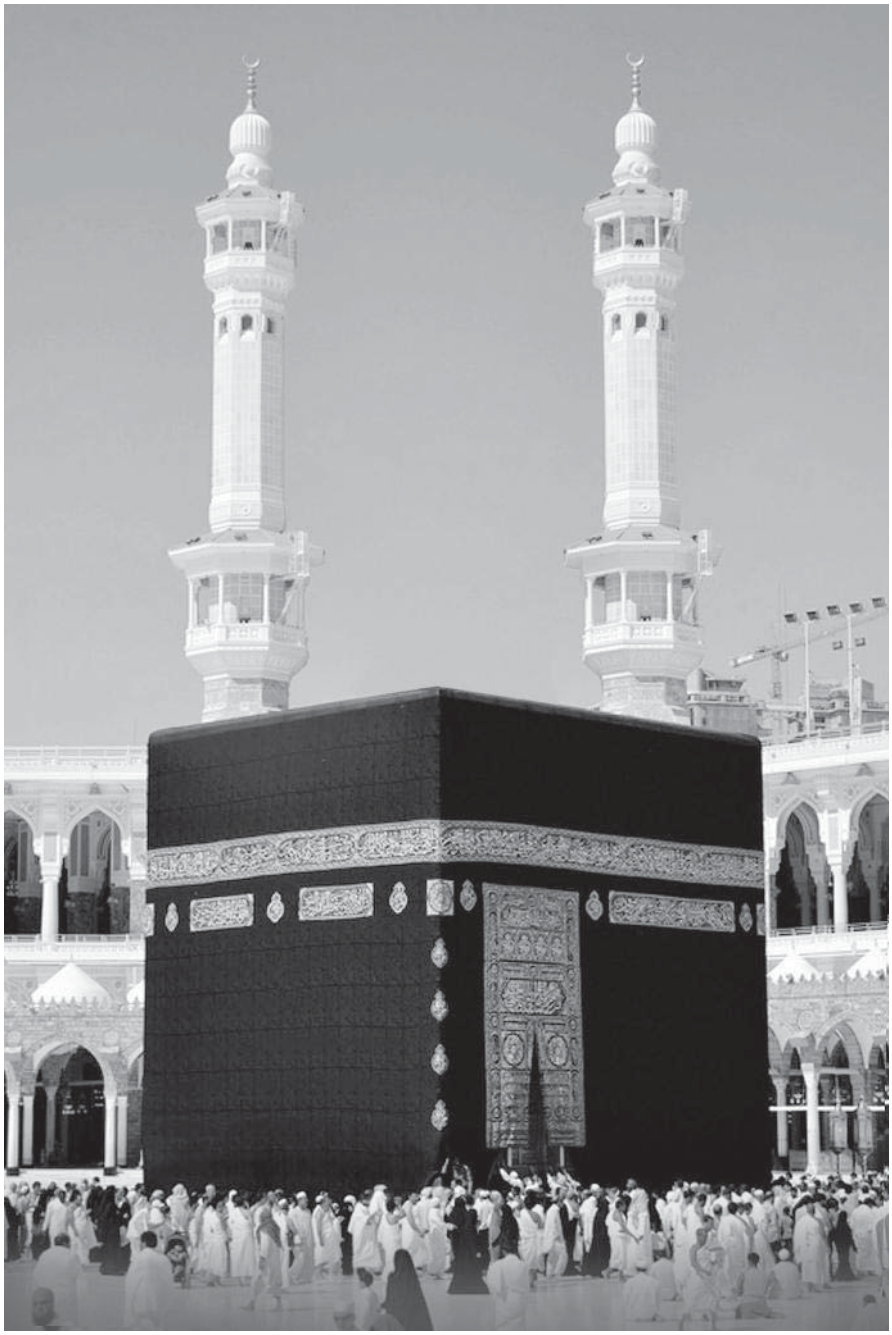

অন্তকরণের হজ্জ ক'জন করে

মাহমুদ আহমদ সুমন

মহান আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র ঘর বায়তুল্লাহ এবং বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র রওজা মুবারক জিয়ারতের সাধ প্রতিটি মুসলমানেরই হৃদয়ে জাগে, তবে আল্লাহ্‌পাক যেহেতু বান্দার অন্তর দেখেন তাই তিনি অন্তকরণের হজ্জকেই গ্রহণ করেন। যাদের অন্তর অপবিত্র তাদের সাথে আল্লাহ্‌পাকের যেমন কোন সম্পর্ক নেই তেমনি তারা কুরআনের শিক্ষার ওপর আমলের ক্ষেত্রেও থাকে উদাসীন। যেভাব পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আসলে তাদের হৃদয় এ কুরআন থেকে উদাসীন। আর এ ছাড়াও তাদের আরো অনেক মন্দ কর্ম রয়েছে, যা তারা করে চলেছে' (সূরা আল মোমেনুন: ৬৪)। অপর দিকে যারা মু'মিন তাদের অন্তর থাকে পবিত্র আর এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন, 'হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভুপ্রতিপালকের দিকে সন্তুষ্ট হয়ে এবং তাঁর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আস। অতএব তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' (সূরা আল ফজর: ২৮-৩১)।

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায় হচ্ছে, সে তার প্রভুর ওপর পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট এবং তার প্রভুও তার ওপর পূরোপুরি সন্তুষ্ট। এমন অবস্থাকে বেহেশতি অবস্থা বলে, যে আত্মার প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট সেই আত্মাও তার রবের প্রেমে এমনভাবে বিলীন ও একীভূত হয়ে যায় যে, এমন অন্তর তখন আর আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। আসলে যারা আল্লাহ্‌পাকের মুমিন বান্দা তারা ইহকালেই তাঁর কাছ থেকে 'হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা' এই আহ্বানের ডাক শুনতে পায়। সে এই জগতেই আল্লাহ্‌পাকের জান্নাতের প্রবেশাধিকার লাভ করে এবং তার অন্তর সবর্দা তাঁর যিকিরে মশগুল থাকে। সে কথা বলবে ঠিকই কিন্তু তার কথার মধ্যে এমন পবিত্রকরণ শক্তি থাকে যা অন্য কারো মাঝে পাওয়া যায় না। মূলত তার কথা, কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই তখন কেবল আল্লাহ্‌র জন্য হয়।

কেননা অন্তর থেকে যদি আল্লাহ্‌র জন্য করা না হয় তা কোন কাজে লাগতে পারে না, আল্লাহ্ বলেন, 'তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের আল্লাহ্‌ভীতিই পৌঁছে' (সূরা হজ: ৩৮)। এ আয়াত থেকে এটাই বুঝা যায়, মানুষের বাহ্যিক কাজকর্ম দিয়ে আল্লাহ্‌কে কখনই সন্তুষ্ট করা যাবে না বরং আল্লাহ্‌কে খুশি করাতে হলে চাই পবিত্র অন্তর আর সেই পবিত্র অন্তর থেকে যখন আল্লাহ্‌র জন্য কিছু করা হবে তখনই না আল্লাহ্‌পাক তা গ্রহণ করবেন।

আসলে ঈদুল আযহাতে এই যে আমরা লাখ লাখ পশু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করি তাতে কি তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হয়? মোটেও না। কারণ, আল্লাহ্ তা'লা

‘আল্লাহ্ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, বরং তিনি তোমাদের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন’

পশুর রক্ত ও গোশত আমাদের কাছে চান না বরং তিনি চান আমাদের অন্তরের কুরবানী। যে কুরবানী কেবল মাত্র হৃদয় থেকে করা হয় তাকেই তিনি গ্রহণ করেন। তেমনি আমরা যে প্রতি বছর হজ্জ করতে যাই তাদের মধ্যে ক’জন আছেন যারা অন্তকরণের হজ্জ করতে যান? আগে আমার দিল কাবাতে তাওয়াফ করতে হবে। আমার অন্তরই যে কাবাতুল্য। আমার অন্তরকে পরিষ্কার না করে আমি যদি চলে যাই পবিত্রময় আল্লাহ্‌র সাথে স্বাক্ষাত করতে, যার কাছে অপবিত্রতার কোন মূল্য নেই তাহলে কি আমি কোন কিছু লাভ করতে পারব?

আল্লাহ্‌পাকের কাছে বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই, তিনি অন্তর দেখেন। যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, বরং তিনি তোমাদের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন’ (মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, প্রথম খন্ড)। কে কোন নিয়্যতে হজ্জে যাচ্ছি তার খবর কিন্তু আল্লাহ্‌পাক ভালো করেই জানেন, কারণ অন্তরের কথা কেবল মাত্র তিনিই জানেন। যেভাবে কুরআনে বলা হয়েছে ‘তোমরা তোমাদের মনের কথা গোপন রাখ অথবা প্রকাশ কর তা সবই আল্লাহ্ জানেন’ (সূরা আলে ইমরান: ৩০)।

তাই হজ্জে যাওয়ার পূর্বে নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস করা উচিৎ যে, হে আমার আত্মা, তুমি কি সেই পবিত্র স্থান তাওয়াফ করার যোগ্য? আমার কাছে বৈধ-অবৈধ অনেক অর্থ সম্পদ থাকতে পারে তাই বলে কি আমি প্রতি বছরই হজ্জে চলে যাব, এটা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না বরং তিনি চান অন্তর যেন পরিষ্কার হয় আর আল্লাহ্‌র অধিকার এবং বান্দার অধিকার যেন পূর্ণভাবে প্রদান করা হয়। তা না হলে এই বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই।

ইসলামে পবিত্র হজ্জের গুরুত্ব অনেক। এ সম্পর্কে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জব্রত পালন করে আর কোন ধরনের অশালীন কথাবার্তা ও পাপ কাজে লিপ্ত না থাকে সে যেন নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় হজ্জ থেকে ফিরে এলো’ (বুখারী ও মুসলিম)। এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে অনেকেই পয়সার জোরে প্রতিবছরই হজ্জ সম্পাদন করেন আর প্রতি বছরের গুনাহ-খাতা মাফ করিয়ে আনেন। হজ্জ পালন করে আসলেই নিষ্পাপ হয়ে যাবে, এমন এক অদ্ভুদ মন-মানসিকতাও আমাদের সমাজের অনেকের মাঝে বিরাজ করে। অথচ দেখা যায় হজ্জ থেকে ফিরে এসে পূর্বের স্বভাবেরই বহির্প্রকাশ ঘটে। কেউবা ফিরে এসে হাজী নামটিকে ব্যবসার খাতিরে ব্যবহার করেন আবার কেউ নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করেন।

মহান আল্লাহ্ পাক যাদেরকে হজ্জ করার সামর্থ দান করেছেন তারা ইতোমধ্যে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা শুরু করেছেন, তাদের জন্য আমাদের দোয়া থাকবে, আপনাদের হজ্জ যেন অন্তকরণের হজ্জ হয়। সেই সাথে পূর্বের সব দোষ-ত্রুটির ক্ষমা চেয়ে মু’মিন-মুত্তাকী হয়ে বাকী জীবন যেন অতিবাহীত করতে পারেন। যদি এমনটি হয় যে, হজ্জ থেকে ফিরে এসে পূর্বের মতই জীবন পরিচালিত করতে থাকলাম তাহলে তার হজ্জ করা আল্লাহ্‌র দরবারে কোন মূল্য রাখে না। আল্লাহ্‌র সাথে যদি প্রেমময় এক সম্পর্কই সৃষ্টি না হয় তাহলে এই হজ্জ বৃথা। এমন লোকদের খুব কমই দেখা গেছে যে, হজ্জ থেকে ফিরে এসে কেউ আল্লাহ্‌প্রেমিক হয়েছেন, অন্তর পবিত্র হয়েছে, মানুষকে ভালবাসতে শিখেছেন, আল্লাহ্‌র শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছেন, অঢেল সম্পত্তির মায়া ছেড়ে দরদী নবী (সা.)-এর মত জীবন কাটিয়েছেন, নিজে না খেয়ে অনাহারীর মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন।

প্রত্যেক হাজীদের আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, আমি কি আল্লাহ্ প্রেমিক হতে পেরেছি? আমার হজ্জ কি অন্তকরণের হজ্জ হয়েছে? আমার উদ্দেশ্য যদি আল্লাহ্‌র সাথে প্রেমময় সম্পর্ক তৈরী হয় তাহলেই আমাদের হজ্জ খোদার দরবারে গৃহিত হবে। কারো হৃদয়ে যদি হজ্জ করার বাসনা থাকে আর সে অনুযায়ী আল্লাহ্‌পাকের সাথে গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলি তাহলে বায়তুল্লায় উপস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও তাকে হজ্জের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ্ পাক রাখেন। আমি হজ্জে যাব আল্লাহ্‌র ভালবাসায় আর তারই বান্দা আমার প্রতিবেশী না খেয়ে রাত্রি যাপন করবে এটাকে কি আল্লাহ্‌পাক মেনে নিবেন?

একবার মহানবী (সা.) বায়তুল্লাহর জিয়ারত না করেও আল্লাহ্ তার হজ্জ কবুল করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের ৪৮ নম্বর সূরায় এর বর্ণনা রয়েছে। তাযকেরাতুল আউলিয়াতেও একজন আল্লাহ্ প্রেমিকের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার কারো হজ্জ গ্রহণ হয়নি কেবল একজনের হজ্জ আল্লাহর দরবারে গৃহিত হয়েছিল, যে ব্যক্তির হজ্জ গ্রহণ করা হয়েছিল তিনি হজ্জের সব প্রস্তুতি নেয়া সত্তেও হজ্জে যেতে পারেননি, তার হৃদয় যেহেতু আল্লাহ্ প্রেমিক ছিলেন তাই তার মাধ্যমেই সে বছরের হজ্জ পূর্ণ হয়।

তাই আমাদের আত্মাকে পবিত্র করতে হবে আর আত্মা তখনই পবিত্র হতে পারে যখন আমরা হালাল রিযিক গ্রহণ করবো। হালাল রিযিক ছাড়া কোনভাবেই সম্ভব নয় অন্তকরণের পবিত্রতা। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ আমাদের মত একটি গরীব দেশ থেকে হজ্জে যান তাদের ক’জন বুকে হাত দিয়ে আল্লাহ্‌কে স্বাক্ষী রেখে এই কথা বলতে পারবেন যে, আমি শতভাগ হালাল রিযিক গ্রহণ করি? বা আমার এই অর্থ সম্পদ শতভাগ হালাল উপার্জন? আল্লাহ্‌পাক সকলকে অন্তকরণের হজ্জ পালন করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

masumon83@yahoo.com